গাংনীতে হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে আপন চাচা শশুর কাজিম উদ্দীন হত্যার অভিযোগ শরিফুল ইসলাম নামের (জামাতা)
এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা আনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার (১৩ জুন) বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ এ রায় দেন।
সাজাপ্রাপ্ত শরিফুল ইসলাম কাজীপুর মাঠপাড়া গ্রামের রোমজিতের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৩ সালের ২৬ মে সন্ধ্যার দিকে কাজীপুর মাঠ পাড়ার কাজিম উদ্দীন একই এলাকার নাজিমুদ্দিনের চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। চা পান করার পর বিল দেয়াকে কেন্দ্র করে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শফিকুল কাজিমুদ্দিনের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে। এ সময় তার সহযোগীরা তাকে কিল ঘুষি মারতে থাকে। ঘটনাস্থলে কাজিমুদ্দীনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহত কাজিমুদ্দিনের পুত্র আবু সাঈদ বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩৪ ধারায় রোমজিতে ছেলে শরিফুল, মওলা বকসের ছেলে রোমজিতে, খোকা দফাদারের ছেলে নাজিম, এলাহি বক্সের ছেলে মজনু, মজনুর ছেলে মনির, নাজিরের ছেলে জিয়া, মাওলা বক্সের ছেলে পচু, নাজিমুদ্দিনের মেয়ে মঞ্জু, মিনা, এবং তার স্ত্রী মহিমাকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২৮। জি আর কেস নং৩১২/২০১৩। সেসন মামলা নং ১৫০/২০১৫।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আনোয়ার হোসেন মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে শরিফুল, মন্জু বেগম, মিনা, মহিমা, রমোজিত, নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জ দাখিল করেন। মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে মামলার এক নম্বর আসামি শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ৩০৪ ধারার প্রথম অংশে প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত শরিফুল ইসলামেক যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা।
আনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলার অপর আসামি মঞ্জু বেগম, মিনা, মহিমা, রমোজিত এবং নাজিমের

বিরুদ্ধে অনিত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পিপি পল্লব ভট্টাচার্য। এবং আসামির পক্ষে একেএম শফিকুল আলম কৌশলী ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান, ৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে ১১০ লিটার তাড়ি ও ২০ গ্রাম গাঁজাসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৩ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শান্তিপাড়ার হানিফ (২০), সাতগাড়ী পুরাতনপাড়ার মুকুল মালিথা (৬৫) ও গোপীনাথপুরের বদর মন্ডল (৩৮)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা কার্যালয় সুত্রে জানাযায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুঁইয়ার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা চুয়াডাঙ্গা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ফুড গোডাউনের পূর্ব পাশে অভিযান চালিয়ে শান্তিপাড়ার মৃত: কাজেরের ছেলে হানিফকে (২০) আটকের পর তার দেহ তল্লাশি করে ২০ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসময় ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত

হোসেন নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সাতগাড়ি গ্রামের মান্দার মাঠে আরিফুলের খেজুর বাগানের মধ্যে। অভিযানিকদল ঘটনাস্থল থেকে ৬০ লিটার তাঁড়ি সহ আটক করা হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সাতগাড়ী পুরাতনপাড়ার মৃত: আজাহার মালিথার ছেলে মুকুল মালিথাকে (৬৫)।

এসময় ঘটনাস্থলে আসামী মুকুল মালিথাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তার মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন, চুয়াডাঙ্গা থানাধীন সাতগাড়ি গ্রামের মান্দার মো: খোকা বিশ্বাসের বসতবাড়ি সামনে খেজুর বাগানের মধ্যে।

উক্ত স্থান হতে ৫০ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেপ্তার করা হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের মৃত: মাদার মন্ডলের ছেলে বদর মন্ডলকে (৩৮)। এসময় ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালতে বদর মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন।

কার্পাসডাঙ্গায় হত্যা মামলায় দুইজনের ১০ বছরের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় হত্যা মামলার দুই আসামিকে ১০ বছর করে সাজা দেয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচাকর মাসুদ আলী আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লা গ্রামের রজব আলীর ছেলে নজরুল (৪০) ও একই এলাকার আজ্জেল মোড়লের ছেলে ইস্রাফিল

(৪৩)।

আদালত সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লা গ্রামে সিমিরখালীর মাঠে ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর সকাল ৭টার দিকে জমি নিয়ে পূর্ব বিরোধের জেরে একই এলাকার শাহাদৎ মন্ডলের ছেলে স্বার্থক আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার পরদিন স্বার্থক আলীর ছেলে বরকত আলী বাদী হয়ে একই গ্রামের রজব আলীর ছেলে নজরুল, মরহুম আজ্জেল মোড়লের দুই ছেলে ইস্রাফিল ও শহিদুল এবং নজরুলের ছেলে তামিমকে আসামি করে ৩৪১, ৩০২ ও ৩৪ ধারায় দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই আসামিরা পালিয়ে থাকলেও ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ চুয়াডাঙ্গা আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

পরে আসামিরা জামিনে মুক্ত হয়। বাদী পক্ষের ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষগ্রহণ শেষে দীর্ঘ ১০ বছর পর বিজ্ঞ বিচারক এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আসামি নজরুল ও ইস্রাফিলকে ১০ বছর কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর দুই আসামি শহিদুল ও তামিমকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় যুবকের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় জুয়েল হোসেন (৩১) নামের এক যুবকের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামি জুয়েল হোসেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের মৃত আলাউদ্দিন কসায়ের ছেলে।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকার পক্ষের কৌঁসুলি (পিপি)

অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী রায় বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার চল্লিশপাড়া গ্রামের মাঠের মধ্যে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে জুয়েল হোসেনকে একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, দুটি ম্যাগজিনসহ আটক করে।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর আদালত এ মামলায় সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে ৫ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন। নির্ধারিত ধার্য তারিখে আদালতের বিচারক মামলার আসামিকে এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান, ৩ নারীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিন নারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিফাতুর নাহার ও ঈশিতা আকতার অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শহরের হাউজিং বি ব্লক এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে শাপলা খাতুন (২৭), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার শেখ পাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ময়না খাতুন (৪০) ও সদর উপজেলার চৌড়হাস এলাকার মৃত হারুন মণ্ডলের মেয়ে যুথি খাতুন (৩০)।

আদালত সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দালালরা অসহায় সাধারণ রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। এ অভিযোগে তিনজন নারীকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে একজনকে এক মাস ও অপর দুজন ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শিফাতুর নাহার জানান, শাপলাকে এক মাস, ময়না ও যুথিকে ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কুমারখালীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দর্জির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পুতুলের জামা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে হানিফ দর্জি (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলার ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। এ সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হানিফ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে থাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজি জেলার কুমারখালী উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের সোলাইমান ওরফে শলক মোল্লার ছেলে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলার ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম।

মামলার নথি এবং আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই শিশুটি দরজির দোকানের সামনে খেলা করছিল। সেখানে শিশুটিকে পুতুলের জামা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলে দোকানের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করেন আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজি।

এ সময় শিশুটি অসুস্থ হয়ে কান্নাকাটি করলে, কাউকে কিছু না জানানোর জন্য শিশুটিকে ভয় দেখান হানিফ। কিন্তু বাড়ি ফিরে শিশুটি তার মায়ের কাছে বিষয়টি খুলে বলে। তাৎক্ষণিক তার মা অসুস্থ

অবস্থায় শিশুটিকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

আরও জানা যায়, এ ঘটনার দিনই শিশুটির বাবা বাদী হয়ে আবু হানিফকে আসামি করে কুমারখালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমারখালী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে মামলার চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দীর্ঘ শুনানি শেষে এবং ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম বলেন, কুমারখালী থানায় দায়ের করা ৯ (১) / ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩ ধারায় মামলায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগ সাক্ষ্য ও শুনানি শেষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

এ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একমাত্র আসামি আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। উক্ত টাকা ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে বলে উল্লেখ করেন আদালত।

কুষ্টিয়ায় পাসপোর্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৩ দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। দালালদের দৌরাত্ম্য এবং ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগে পরিচালিত এ অভিযানে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার দুপুরে দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সরকারি পরিচালক নীল কোমল পালের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, সদর উপজেলার চৌড়হাস আদর্শপাড়া সলক আলীর ছেলে রিপন (২৭), চৌড়হাস এলাকা ছরোয়ার হোসেনের ছেলে মহিবুল (৪০) এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার আবুল কাসেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৪০)। এর মধ্যে মহিবুল এবং দেলোয়ারকে তিন মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং রিপনকে এক মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

দুদক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাসপোর্ট অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের মাধ্যমে হয়রানির শিকার এবং কিছু অসৎ কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে কাজ করছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। পরে তারা পাসপোর্ট অফিসের ভেতর থেকে তিনজনকে আটক করে।

অভিযানের সময় পাসপোর্ট অফিস থেকে এক লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র তল্লাশি এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে দুদক।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের পক্ষ থেকে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিন দালালকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কুষ্টিয়ার সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, অভিযানে হাতে নাতে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে।

এ ছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার এবং কিছু কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে। পরে সেখান থেকে পাওয়া নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপপরিচালক জাহিদুল

ইসলাম, সেখানকার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যসহ দালালদের বিরুদ্ধে অভিয়োগ উঠে আসে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করলে নজরে আসে দুদকের।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের এক মাসের কারাদন্ড

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে আলামিন হোসেন ওরফে (২০) কে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

দন্ডিত আলামিন হোসেন গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছি ডিগ্রী কলেজপড়া এলাকার সিনারিল ইসলামের ছেলে।

এর আগে গাংনী থানার এসআই আতিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনকালিন সময় তাকে আটক করেন পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম বলেন, ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনে ৩৬ (১) এর ন্বারণী এর ২১ ধারা, মোতাবেক আলামিন ১ মাসের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দন্ডিত জনিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।